কফি হাউস

অরিন্দম নাথ

আমার নাম সুজাতা। আমি বিবাহিত। পেশায় শিক্ষিকা। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। মেয়ে সুমনা, ছেলে মিতাংশু এবং চিকিৎসক স্বামী অমর্ত্যকে নিয়ে আমার সংসার। সুমনা সামনের বছর টুয়েলভ্ দেবে। মিতাংশু ক্লাস নাইনে। আমি গান জানি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক আসে। দূরদর্শন এবং টিভি চ্যানেলেও গাই। ইউ-টিউবে অমর্ত্য আমার গান লোড করে দিয়েছে। ভালোই হিট হয়। ডাক্তার হিসাবে অমর্ত্য খুবই প্রতিষ্ঠিত। কয়েকবার বিদেশে গিয়ে এসেছে। একবার আমাদেরও নিয়ে গিয়েছিল। ইমিগ্রেশনে কিছু সমস্যা হয়েছিল। কিছু কাগজপত্র ভুল করে ফেলে এসেছিলা ম। আমার গায়িকা সত্ত্বা কাজে এসেছিল। আমি যে সেলিব্রেটি , অমর্ত্য নেট খোলে দেখিয়ে দিয়েছিল । আমাকেও গানটি গেয়ে শোনাতে হয়েছিল।

আমার শৈশব কেটেছে ত্রিপুরার এক মফঃস্বল শহরের । বর্ধিষ্ণু শহর। এখন জিলা সদর৷ শিক্ষিত বাঙ্গালীরা দু `টো জিনিস ভালোবাসে। সামর্থ্য অনুযা য়ী ভ্রমণ করতে।

আর বই পড়তে। সব -সময়ই কিছু একটা বই , পত্র-পত্রিকা হাতে থাকে। এখন ডিজিটালের যুগ। সফরসঙ্গী হিসাবে মোবাইল , আই-কম, ল্যাপটপ, টেবলেট ইত্যাদি বইকে ছাপিয়ে গেছে। বই পড়ার পাশাপাশি আমরা বাঙ্গালীরা আমাদের নামের অর্থ নিয়ে ভাবি। গল্প , উপন্যাস, গান কিং বা কোন পৌরাণিক চরিত্রের সাথে নামের সমাপতন ঘটলে অজান্তেই আমরা সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করি। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনেও এমনি কিছু সমাপতন ঘটে।

কাপড় কাঁচার সাবান নিরমা ওয়াশিং পাউডার আমরা অনেকেই ব্যবহার করেছি। নিরমার একটি বিজ্ঞাপন এক সময় খুব পপুলার হয়েছিল। স ঙ্গীতা বিজলানি হাসি হাসি মুখে পোজ দিতেন। আবহে থাকত কিছু সুন্দর সঙ্গীত -মুখর বক্তব্য। হেমা, রেখা, জয়া, সুষমা সব গৃহিণীদেরই পছন্দ নিরমা ওয়াশিং পাউডার। সমাপতনই বলতে হবে , আমরা এই নামে চারজন সাংসদ পেয়েছি। হেমা মালিনী , রেখা গণেশন, জয়াপ্রদা এবং সুষমা স্বরাজ।

ঠিক তেমনি একটি সমাপতন ঘটেছিল আমার কৈশোরে। অমলদা ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। বয়সে আমার চেয়ে দুই আড়াই বছরের বড়। পড়াশুনায় খুবই তুখোড়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর , মাস্টার্স করে এখন রাজ্যের বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান৷ ত্রিপুরাতে এখন তাঁদের পরিবারের কেউই নেই। এ ক সময়ের প্রতিবেশী হলেও অমলদার সাথে সত্যিকার অর্থে পরিচয় কান্তি স্যারের বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে। কান্তি ঘোষ ইংরেজি পড়াতেন। আমি ও রমা তখন সবে ক্লাস নাইনে ওঠেছি। ক্লাস নাইন থেকেই স্যার পড়াতেন। অমলদারা আমাদের দুই ক্লাস ওপরে পড়ত। তাদের

ব্যাচে শুধুই ছেলেরা । এরমধ্যে ছিল নিখিলেশ চৌধুরী , বি কে নায়ার এবং মঈদুল ইসলাম। নায়ার ছাড়া সবাই স্থানীয়। নায়াররা কেরালার। তাঁদের মোটর টায়ারের ব্যবসা ছিল। 'বি' এবং 'কে' তাঁর পিতৃদত্ত এবং স্থানগত পরিচয় বহন করত। তখন মান্না দে -র গান খুব জনপ্রিয়। বিশেষত : আমাদের মত তরুণ -তরুণীদের কাছে। নিখিলেশদাও গান করতেন। অনেক অনুষ্ঠানে আমরা দু `জনে একসাথে গেয়েছি। তিনি গাইতেন, 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই....।'

অমলদারই প্রথম নজরে এসেছিল ডিসুজা ছাড়া গানের সব কয়টি চরিত্র আমাদের মধ্যে বর্তমান। এই অদ্ভুত সমাপতনের লক্ষ্য করে নায়ারের নাম পড়ে গেল 'ডিসুজা'। গোয়াতে নায়ারদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। কফি হাউস সেদিন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

ডিসুজা এখন ওমানে। রমা দেবনাথ এখন বিয়ে করে রাঁচিতে থাকে। আমার বান্ধবী মা-লক্ষ্মীর মত সুন্দরী। সু -গৃহিণী। স্বামী সর্বভারতীয় সেবার অফিসার। মইদুলদা কলেজের প্রফেসর। ডক্ট রেট করেছেন। নিখিলেশদা এখনো গান নিয়েই আছেন। তাঁর সংগীত-স্কুল 'হিউজিয়েট' খুব নাম করেছে। 'হিউজিয়েট' ফরাসি শব্দ। অর্থ হৃদয়। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে তিনি 'নিখিলেশ প্যারিসে', অনুভূতিটুকু পান। মান্না দের গানের অমলের সাথে অমলদার মিল ছিল না। অন্তত তিনি ক্যান সারে আক্রান্ত নন। খুবই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। মানানসই উচ্চতা। তবে একটু পাগলাটে। সম্প্রতি অমলদার সাথে আবার মিত্রতা হয়েছে। বদন -কিতাবের সূত্রে। তিনি আমার জীবনের প্রথম ভালোবাসা। তাঁর খ্যাপাটে স্বভাবের জন্যই হয়তো আমাদের প্রেম পূর্ণতা পায়নি। অন্য একটি কারণও ছিল। যা সম্প্রতি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ফ্রয়েড বলেছেন ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে লিবডো বা সুপ্ত যৌন ইচ্ছা ক্রিয়া করে৷ আমরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হই। ছেলেরা প্রথম থেকে মা -কে দেখে। মাকে সবচাইতে বেশী ভালোবাসে। মেয়েরা বাবাকে ভালোবাসে । মনে মনে বাবার মত পুরুষকেই জীবনসঙ্গী হিসাবে খোঁজে। আমার বাবা ছিলেন শিক্ষক। রাশভারী মানুষ। অমলদার কাছ থেকে দু `টো চিঠি পেয়েছিলাম। কান্তি স্যারের কাছে পড়তে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই। তখনো আমাদের আড্ডার গ্রুপও গড়ে ওঠেনি। আমাদের ওঠানের এক কোনায় একটি শিউলি ফুলের গাছ ছিল। আকৃতিতে বেশ বড়। প্রচুর ফুল ধরত। সকালে ওঠে একাকী ফুল কুড়তাম। অমলদা দেখে থাকবে। কখন গাছের ডালের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে গিয়েছিল জানি না। আমাকে 'সু' বলে সম্বোধন করেছিল। আর প্রেরকের নাম ছিল 'অ'। অন্যের হাতে চিঠিটি পড়ে যদি ধরা পড়ে যায়, এই কারণেই হয়তো এই সতর্কতা। এইটি যে একটি প্রেমপত্র প্রথমে তা বুঝতে পারি নি। কাব্যিক বয়ানে লেখা চিঠিটি আমাকে নিয়ে লেখা একটি কবিতাই মনে হয়েছিল।

মেয়েদের যে-সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য ছেলেরা প্রেমে পড়ে , আমার মনে হয় সত্যিকার অর্থে আমার মধ্যে অভাব ছিল। তবে আমি দেখতে ফর্সা। দির্ঘাঙ্গী। আমি চিঠিটির উত্তর দিই নি। দ্বিতীয় চিঠিটি পাবার পর আমার মনেও আগ্রহ জাগতে শুরু করে। ততদিনে অমলদার হাতের লেখার সাথেও পরিচিত হয়েছি। চিঠি দু `টি যে অমলদা লিখেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হলাম। কিন্তু চিঠির বয়ান সম্বন্ধে সন্দিহান রইলাম। অমলদার চরিত্রের সাথে কোথাও যেন একটা অমিল রয়ে গেছে। কিছুটা বেমানান।

এই দোটানায় পড়ে সত্যি কথা বলতে কি আমি কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিলাম। এর মধ্যেও আমরা দু `জনে একত্রে বসে আড্ডা দিয়েছি। কিন্তু চিঠির প্রসঙ্গ , একবারও দু`জনের কেউই উত্থাপন করি নি। অমলদার সাথে আমার শেষ দেখা প্রায় তিন দশক আগে। আমি তখন সবে এম এ ফাইনাল ইয়ারে ওঠেছি। আমার বিয়ের আলাপ চলছে। অমলদা পড়াশুনা শেষ করে রাজ্যের বাইরের একটি কলেজে যোগ দিয়েছে। পরদিন আগরতলা থেকে তাঁর ফ্লাইট। আমাদের ছোট্ট শহর থেকে আগরতলায় আসছিলাম। কাকতালীয় ভাবে দু `জনে পাশাপাশি সীটে বসেছিলাম। প্র চুর কথা হল। অধি কাংশই কফি হাউসের দিনগুলি নিয়ে। বিদায়ের আগে বললাম, “অমলদা, আমার মনে হয় আর পড়াশুনা হবে না। বিয়ের কথাবার্তা চলছে।”

অমলদা কেমন যেন নিঃস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকাল। কিছু বললো না। দু `জনে যে যার গন্তব্যে চলে গেলাম।

আমার বিয়ে হয় এম এ পাশ করে রিচার্স করার সময়। বিয়ের আগ পর্যন্ত চিঠি দু `টি সযত্নে রেখেছিলাম। অমলদা বিয়ে করে আমার বিয়ের পর। চিঠিগুলি আমার ছোটবোন সুনন্দা দেখেছিল। সে আমার চেয়ে বছর দু `য়েকের ছোট। সে-ই বাড়ির মহিলা মহলে বিষয়টি রাষ্ট্র করে দেয়। আমার এক পিসী ছিলেন মুখ -কাটা। খেতে গিয়ে আমাদের কখনো কখনো দুই ধরনের বিপত্তি হয়। হিক্কা উঠা আর বিষম খাওয়া । হিক্কা উঠলে পিসী বলতেন, ‘বল, কি চুরি করছস্ ?’

আমি আকাশ থেকে পড়তাম। অবাক হয়ে প্রতিবাদ করতাম, ‘না, কিচ্ছু চুরি করছি না।’

- কুস্তা-তো চুরি করছস্ ?

ততক্ষণে কাজের কাজ হয়ে যেত। অন্য প্রসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় হিক্কা বন্ধ হয়ে যেত। আর বিষম খেলে পিঠে কিল দিতেন। যাতে চোকিং না হয়। বিষম মৃদু হলে বলতেন , ‘কেউ তরে মনে মনে স্মরণ করছে।’

তিনি ইঙ্গিতে অমলদার প্রসঙ্গ নিয়ে আসতেন।

অমলদা এবং আমি , দু`জনেই সংসার জীবনে সুখী। প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি বদন - কিতাবের ইন-বক্সে চিঠির প্রসঙ্গ তোলেছিলাম। অমলদা দু`টি বিষয় কনফার্ম করেছেন। চিঠিগুলি তাঁরই হাতে লেখা। চিঠির বয়ান নিখিলেশ চৌধুরীর। নিজের বয়ানের উপর তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল না। নিখিলেশদাকে তিনি প্রেমের গুরু মানতেন।

নিখিলেশ চৌধুরী আজো অকৃতদার।